রফতানিতে সুন্দরবনের মধু

● শুভ্র শচীন

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সম্ভাবনার হাতছানি দিচ্ছে সুন্দরবনের মধু। শুরু হয়েছে এখানকার মধু রফতানি। বিশ্ববাজারে চাহিদা সৃষ্টি করতে পারলে এবং মৌয়ালদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাঁটি মধু আহরণের ব্যবস্থা করতে পারলে এ খাতটি অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, গত অর্থবছর থেকে সুন্দরবনের মধু রফতানি শুরু হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত পাঁচ মাসে প্রায় ২০ লাখ টাকার মধু রফতানি করা হয়েছে। সূত্রটি আরো জানিয়েছে, এখন শুধু ভারতে মধু রফতানি হচ্ছে।

সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জহির উদ্দিন আহমেদ বলেন, যথাযথ রফতানির জন্য সুন্দরবনের মধুকে একটি ব্র্যান্ড ও প্যাটার্ন করার উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি আরো জানান, পূর্ব সুন্দরবন থেকে প্রায় ২১শ মৌয়াল প্রতি বছর মধু আহরণ করে থাকেন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় ১ হাজার ৫৫৪ কুইন্টাল মধু আহরণ করা হয়েছে। গত অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৭শ কুইন্টাল। যথাযথ প্রক্রিয়ায় রফতানি করতে পারলে দেশের অর্থনীতিতে তা বড় ভূমিকা রাখবে। মধু ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'বাইরের দেশে মধুর বাজার সৃষ্টি খুবই কঠিন কাজ। আমি অনেক চেষ্টার পর এ বছর ভারতে মধু বিক্রি করতে পেরেছি। আমাদের দেশে মধু খাঁটি কিনা তা যাচাইয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই বলে সমস্যা হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় মৌয়ালরা মধুতে চিনি মিশিয়ে থাকে। এ ধরনের সমস্যা বাইরের দেশে ক্রেতা টিকিয়ে রাখায় অন্তরায়।' অপর ব্যবসায়ী আনোয়ার হাসান বলেন, 'উপযুক্ত ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে আমাদের দেশের মধু বিশ্ববাজারে ঠাঁই করে নিতে পারবে।'

জলাবদ্ধ লাকসামে জনদুর্ভোগ

● ইয়াসমীন রীমা

টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার কবলে পুরো লাকসাম উপজেলার সড়ক ও জনপথ। খাল-বিল, পুকুর-ডোবা-দিঘি ভরাট হয়ে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই লাকসাম উপজেলার বিভিন্ন সড়ক পানিতে ডুবে যায়। এলাকার নিচু রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় এ উপজেলায় জনদুর্ভোগ এখন চরমে। সামান্য বৃষ্টিতেই লাকসাম উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে পানি জমে যায়। দীর্ঘক্ষণেও এ পানি সরে না। ওই পানি মাড়িয়েই চলাচল করছেন অফিসের লোকজন ও উপজেলা কার্যালয়ে আসা জনসাধারণ। ইউএনও অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলা কমপ্লেক্সের চারপাশের আবাদি ও নিচু জমি ভরাট হয়ে যাওয়ায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। পর্যাপ্ত ড্রেন না থাকায় এ দৃশ্য স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। পৌরসভাকে বারবার জানিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। পৌরসভার পূর্ব লাকসাম স্টিল ব্রিজ সংলগ্ন কবিরাজবাড়ির রাস্তাটি প্রায় দেড়শ গজ পানিতে তলিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও হাঁটু বা কোমরপানি। এমন অবস্থা প্রায় সব রাস্তারই। এলাকাবাসী জানান, ড্রেন নির্মাণ ও পাকা রাস্তা নির্মাণের জন্য বারবার ধরনা দিলেও পৌর কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনি। এ ব্যাপারে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরও কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন না। এলাকাবাসী এ ব্যাপারে লাকসাম পৌর কর্তৃপক্ষ, উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের কার্যকর উদ্যোগ কামনা করছেন।

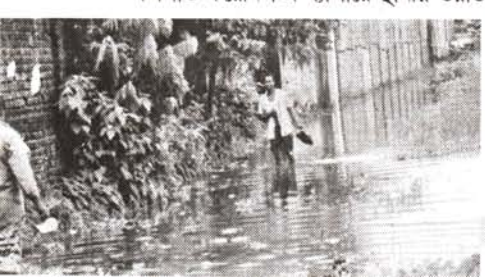

শ্রীমঙ্গলের উদ্ভাবনী বিস্ময়বালক

● ইসমাইল মাহমুদ

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র রিফাত একের পর এক মোটরচালিত খেলনা বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। তার বয়স মাত্র দশ। শহরের দি বাড্স রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র সে। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে খেলনা কল-কব্জা নিয়ে মেতে থাকে। তার বয়সী অন্য শিশুরা যখন লেখাপড়া ও খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে, তখন সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠে। রিফাতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ৬ বছর বয়স থেকেই সে তার বাসার খেলনা গাড়িগুলো ভেঙে আবার জোড়া লাগাত। এক সময় একটি খেলনা গাড়ি ভেঙে এর যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি করে ফেলল একটি খেলনা ইঞ্জিনের নৌকা। এর কয়েকদিন পরই অপর একটি খেলনা গাড়ির মোটর ও যন্ত্রাংশ দিয়ে সে তৈরি করে একটি মোটরচালিত পাখা। সর্বশেষ সে অপর একটি গাড়ির মোটর ও যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি করেছে তাক লাগানো বোতল কার। এটি দেখে এলাকার শিশুরা তো বটেই, বড়রাও অবাক। এখন বোতল কার দেখতে দলে দলে লোক আসছে তাদের বাসায়। সে জানায়, বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মানুষ বহনকারী গাড়ি বানানো তার লক্ষ্য।

জাদুঘর নির্মাণে ধীরগতি

অযত্ন-অবহেলায় প্রাচীন আমলের সেই নৌকাটি

● **শংকর লাল দাশ**

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে মাটির নিচ থেকে উদ্ধার করা দুইশ বছরেরও বেশি প্রাচীন নৌকাটি এখন অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে নৌকাটি দিন দিন আরো জীর্ণ হয়ে পড়ছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এ নৌকাটিকে ঘিরে যে জাদুঘর নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল, তা বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণই চোখে পড়ছে না।

বিশাল আকারের এ নৌকাটি উদ্ধার করা হয়েছে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের ঝাউবাগান সংলগ্ন বালুর গভীর থেকে। স্থানীয় রাখাইন সম্প্রদায়ের ধারণা, তাদের পূর্বপুরুষরা দুইশ বছরেরও আগে এ ধরনের নৌকায় বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে এসে বসতি গেড়েছিলেন। আবার অনেকের মতে, এটি পর্তুগিজ জলদস্যুদেরও হতে পারে। নৌকাটির দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট, প্রস্থ সাড়ে ২৪ ফুট, উচ্চতা সাড়ে ১০ ফুট। এর ভেতরে পাওয়া গেছে পুরু তামার আস্তরণ। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দফায় দফায় পরিদর্শন শেষে এটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়। সেনাবাহিনীর যশোর ৫৫ ব্রিগেডের প্রকৌশল ইউনিটের সহায়তায় প্রায় এক মাসের পরিশ্রমে নৌকাটি অবিকল অবস্থায় মাটির নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা নৌকাটি ঘিরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর 'নৌকা জাদুঘর' স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ জাদুঘরে নৌকা থেকে উদ্ধার করা সামগ্রীর পাশাপাশি এ অঞ্চলের নৌকার যাবতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু দেড় বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও সেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো নমুনাই বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায়নি। বর্তমানে নৌকাটি অনেকটা অযত্ন-অবহেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধের ঢালের পাশে রেখে দেয়া হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উৎকীর্ণ লিপি ও মুদ্রা শাখার সহকারী পরিচালক আফরোজা খান মিতা জানান, এরই মধ্যে বাউন্ডারির কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে প্রস্তাবিত জাদুঘরের আশপাশে কয়েকটি অবৈধ স্থাপনা রয়েছে, যা অপসারণ করা না হলে নির্মাণকাজ চালানো যাবে না। আশা করা হচ্ছে, দ্রুতই নৌকা জাদুঘরের যাবতীয় নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে।

গাইবান্ধায় রজনীগন্ধার বাণিজ্যিক চাষ

● **আবু জাফর সাবু**

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলায় এবারই প্রথম বাণিজ্যিকভিত্তিতে আঠারো বিঘা জমিতে রজনীগন্ধা ফুলের চাষ করা হয়েছে। এতে সাফল্য পেয়েছেন ৪৯ জন কৃষক। ফুল চাষ করে তারা এখন স্বাবলম্বী। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্র জানায়, গাইবান্ধার ৭টি উপজেলার মধ্যে সাদুল্যাপুর উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে রজনীগন্ধা ফুলের চাষ করা হয়েছে। এ উপজেলার পঁচারবাজার গ্রামের কৃষক নুর আলম বাড়তি আয়ের জন্য এবার ১২ শতক জমিতে রজনীগন্ধার চাষ করে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করেছেন। আশা করছেন আরো ৬০ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করতে পারবেন। একই গ্রামের কৃষক ছামির আলী, হামিন্দপুর গ্রামের কৃষক দীলিপ কুমার ফুল চাষ করে আশানুরূপ সুফল পেয়েছেন বলে তারা উল্লেখ করেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান বলেন, ডবল ফ্লোরেট জাতের এই ফুল চাষে কৃষকদের সার, বীজ দিয়ে সহায়তা দেয়া হয়। পরীক্ষামূলক রজনীগন্ধা চাষে বাম্পার ফলন পাওয়া গেছে।

আখাউড়া-আগরতলা বেহাল সড়ক

● **সীমান্ত খোকন**

আন্তর্জাতিক সড়কের বেহাল দশার কারণে দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ স্থলবন্দর আখাউড়া দিয়ে আমদানি-রফতানি চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর রফতানি কমেছে প্রায় ১০০ কোটি টাকার। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, সড়কটির নারায়ণপুর বাইপাস নামক স্থানের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। বিশাল আকারের গর্ত সৃষ্টি হয়েছে এবং পণ্যবাহী ট্রাক এখানে অহরহ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। এতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পণ্য পরিবহনে সময় ও খরচ বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি-রফতানিকারক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন বাবুল বলেন, কয়েক মাস ধরে ট্রানজিটের রাস্তা সংস্কারের অনুরোধ করেও কোনো ফল হয়নি। প্রতিদিনই রফতানিমুখী ট্রাক খাদে আটকে থেকে পণ্য নষ্ট হচ্ছে এবং সময় ও অর্থব্যয় বেড়ে গিয়ে ব্যবসায়ীরা লোকসান গুনছেন। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাথমিকভাবে গাড়ি চলাচলের উপযোগী করার জন্য সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি।' কিন্তু এতে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হবে কিনা এবং স্থায়ী সংস্কারের উদ্যোগ কবে নেয়া হবে– এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি। স্থায়ী সমাধান করতে হলে আরো দুই মাস সময় লাগতে পারে।'